বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক পরিবার, রাজনৈতিক উত্তারাধিকার (শেষ পর্ব)

প্রথমপর্ব পড়ে অনেকেই প্রশ্ন করেছেন ‘রাজনৈতিক পরিবার, রাজনৈতিক উত্তারাধিকার, এর এত বিশদ বর্ননার বা উদাহরনের কি কোন প্রয়োজন ছিল? আমি মনে করি, প্রয়োজন ছিল, কারন ‘বিশদ বর্ননা বা উদাহরন’ ই আমাদের বাস্তব অবস্থা বুঝতে সাহায্য করবে।

আমাদের দেশের সরকার পদ্ধতি, সেটা গনতন্ত্র , সমাজতন্ত্র বা পুজিবাদ যাই হোক না কেন, তা পশ্চিমা দেশগুলি থেকে ধার করা। বর্তমান পৃথিবীতে আমরা কেউ কারো থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, তার এফেক্ট পরেছিল অন্যসব সমাজতন্ত্রী দেশের উপর। ভারত, শ্রীলংকা ও পাকিস্তানে’র রাজনীতিতে ‘রাজনৈতিক উত্তারাধিকার’ এর প্রভাব, আমাদের দেশের মানূষের চিন্তা চেতনাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। তাই আমাদের দেশের সাধারন মানুষ, ইংল্যান্ড বা অস্ট্রেলিয়া’র গনতন্ত্রের সাথে আমাদের গনতন্ত্রের তূলনা না করে, উপমহাদেশের অন্য দেশের সাথে তূলনা করবে, এটাই স্বাভাবিক। তাই আমাদের দেশের সাধারন মানুষের কাছে ‘রাজনৈতিক উত্তারাধিকার’ কোন নতুন বা অস্বাভাবিক প্রক্রিয়া নয়।।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও পরিবারতন্ত্রের উত্থান

অবাক হলেও, ব্যাপারটা কিন্ত সত্যি! শেখ হাসিনা ও খালেদ জিয়া, কিন্ত বাবা বা স্বামীর মৃত্যুর পর পরই স্বেচ্ছায় বা সরাসরি রাজনীতিতে আসেন নি। বংগবন্ধু বা জিয়াউর রহমান, কেউই শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়া’কে রাজনৈতিক উত্তরসূরী হিসাবে তৈরী করা তো দুরের কথা, চিন্তাও করেছিলেন বলে কোন প্রমান পাওয়া যায় না। যার উল্টাটি টি ঘটেছিল, ইন্দিরা বা বেনজীর এর বেলায়। দলীয় কোন্দলের কারনে, দলের আমন্ত্রনেই, এবং সভানেত্রী/চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হওয়ার পরই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন, এই দুই নেত্রী।

শেখ হাসিনা’র রাজনীতিতে যোগদানের প্রেক্ষাপটঃ

৭৫ এর ট্রাজেডির পর, যখন আওয়ামী লিগ মালেক ও মিজান গ্রুপ এ বিভক্ত। মূল ধারা মালেক গ্রুপ এ রাজ্জাক আর তোফায়েল এর ক্ষমতার দন্ধ যখন তূংগে, সেই সময় দল্ কে ঐক্যবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে দেশের বাইরে অবস্তানরত শেখ হাসিনাকে দলীয় সভানেত্রী করা হয়। সেই সময় দলের নীতি নির্ধারকরকদের অনেকেই মনে করেছিলেন যে, রাজনীতিতে অনভিজ্ঞ ‘শেখ হাসিনা’কে ম্যানেজ করা খুব একটা কঠিন হবে না।

পরবর্তী সময়ে রাজ্জাক, হাসিনার নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জ করে ‘বাকশাল’ গঠন করলেও, বেশী সুবিধা করতে না পেরে মূল্ ধারায় ফিরে আসেন। ১/১১ র পরে রাজ্জাক, তোফায়েল, আমু আর সুরঞ্জিত এর মত বাঘা বাঘা নেতারা, শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে এক হলে, তেমন সুবিধা করতে পারেন নাই। কারন, ততদিনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, দলের কর্মীদের মদ্ধে নিজের অবস্থান অনেক সূদৃঢ় করে ফেলেছেন।

খালেদা জিয়া'র রাজনীতিতে যোগদানের প্রেক্ষাপটঃ
জিয়াউর রহমানের মৃত্যুর পর ভাইস প্রেসিডেন্ট আব্দুস সাত্তার, প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তারপরের ঘটনা সবার জানা, জেনারেল এরশাদ ক্ষমতা দখল করলে, বি এন পি, সাত্তার ও হুদা এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। বি এন পি'র মূলধারা'অনেক নেতা বিক্রি হয়ে যাওয়ার পর, যখন বি এন পি'র চরম সংকটপূর্ন অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে খালেদা জিয়া শক্ত হাতে বি এন পি'র হাল ধরেন। রাজনীতিতে তূলনামুলকভাবে অনভিজ্ঞ, খালেদা জিয়ার একক ও দক্ষ নেতৃত্বের কারনেই, ৯১ এর নির্বাচনে বি এন পি'র পক্ষে সম্ভব হয়েছিল আওয়ামী লিগের মত সংগঠিত দলকে পরাজিত করা।

১/১১ র পরে বি এন পি'র কিছু নেতাও, খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে এক হলেও তেমন সুবিধা করতে পারেন নাই। সাধারন সমর্থক ও দলীয় অধিকাংশ নেতা কর্মী'দের প্রশ্নহীন আনুগত্যই, শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়ার রাজনৈতিক শক্তির উৎস।

দূর্বল ও লোভী নেতৃত্ব ই অনেকাংশে দায়ীঃ
শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া'র রাজনৈতিক উত্থানের পিছনে দূর্বল ও লোভী নেতৃত্ব ই অনেকাংশে দায়ী। আওয়ামী লিগে রাজ্জাক আর তোফায়েল এর ক্ষমতার দন্ধ আর বি এন পি' তে ডাঃ মতিন আর শামসুল হুদা'র মত লোভী নেতাদের কারনেই শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়া'র রাজনীতিতে আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়।

জাতির দূর্ভাগ্য, আজ তাজউদ্দিন আহমেদ এর মত যোগ্য নেতৃত্ব আর নাই। যে নেতৃত্ব, নেতা বা নেত্রীর অবর্তমানে দল ও জাতিকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। যাদের সততা ও দক্ষতা সন্দেহাতীত। ১৯৭১ সালে তাজউদ্দিন আহমেদ এর মত যোগ্য নেতৃত্ব'র কারনেই শেখ মনির 'উত্তারাধিকার সূত্রে' মুক্তিযূদ্ধের নেতৃত্ব দেওয়ার সব অপচেষ্টা ব্যার্থ হয়ে যায় (মুলধারা ৭১, মঈদূল হাসান)। ৭৫ ট্রাজেডির পরে আওয়ামী লিগে রাজ্জাক, তোফায়েল এর জায়গায়, তাজউদ্দিন আহমেদ এর মত যোগ্য নেতৃত্ব থাকলে, শেখ হাসিনা'র আদৌ রাজনীতিতে যোগদানের সুযোগ হতো কি না, সে নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

অনেকেই মনে করেন, বি চৌধুরী হয়ত হতে পারতেন খালেদা জিয়া'র অবর্তমানে, বি এন পি'র নেতা। কিন্তু রাজনৈতিক গভীরতা কম থাকার কারন্ তিনি 'টাইমিং'এ মারাত্তক ভূল করেন। 'বিকল্প ধারা' জাতীয় কোন অ্যাডভেঞ্চার করার আগে বি চৌধুরী'র, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ক্ষমতা গ্রহন করা পর্যন্ত, অপেক্ষা করা উচিত ছিল। সর্বশেষে, মাহী চৌধুরীকে দলীয় উচ্চ পদ দান করে, বি চৌধুরী পরিস্কার করে দেন যে উনি আর অন্য সবার মত, উনি কারো বিকল্প নন।

বাংলাদেশের বাস্তবতাঃ
বর্তমান পৃথিবীতে এবং বিশেষ করে এই উপমহাদেশে, রাজনৈতিক উত্তারাধিকার অস্বাভাবিক কোন এক্সপেরিমেন্ট নয়, বরং এক বাস্তবতা। প্রধান দুই দলের সিনিয়র নেতা/নেত্রীবৃন্দের মত, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগন এই বাস্তবতা মেনে নিয়েছে বা নিতে বাধ্য হয়েছে।

বাংলাদেশে এখন চলছে এই রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর জয়জয়াকার এবং এই প্রবনতা ছড়িয়ে পরেছে সারা দেশে। আওয়ামী লিগ ও বি, এন, পি'র নেতারা নিজ নিজ এলাকায় রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর ফ্রানচাইজ খুলে বসেছেন। বি, এন, পি'র সাইফুর রহমান, আওয়ামী লিগের সামাদ আযাদ, জিল্লুর রহমান সব একই পথের পথিক।

জগজীবন রাম এর উক্তি ও বি চৌধুরী'র উদাহরনঃ ভারতের এককালীন প্রভাবশালী কংগ্রেস নেতা জগজীবন রাম ইন্দিরা গান্ধী'র সাথে ক্ষমতার দ্বন্ধের এক পর্যায়ে ভিন্ন দল ও মোর্চা গঠন করেন। কিন্তু কোন দিনই প্রধান মন্ত্রী হতে না পেরে শেষ জীবনে মন্তব্য করেছিলেন, "ইন্দিরা গান্ধীর সাথে থাকলে প্রধান মন্ত্রী হতে না পারলেও, অন্তত ভারতের প্রেসিডেন্ট হতে পারতাম"। বি চৌধুরী'র ক্ষেত্রে উক্তিটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল! জিল্লুর রহমানের ক্ষেত্রে উক্তিটিও মিলে গিয়েছে। এখন মনে হয়, প্রধান দুই দলের সিনিয়র নেত্রীবৃন্দ, জগজীবন রাম এর মত বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। পার্থক্য একটাই, জগজীবন রাম ঠেকে শিখেছেন, আর আমাদের নেতারা দেখে শিখেছেন।

সাধারন সমর্থক ও দলীয় অধিকাংশ নেতা কর্মী'র কাছে দলীয় কোন্দলের চেয়ে দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্তে রাজনৈতিক উত্তারাধিকার ই বেশী পছন্দের। কারন শেখ হাসিনা বা খালেদা জিয়ার পরে, রাজ্জাক, বা দেলোয়ার হোসেন এর জায়গায় শেখ রেহানা, জয় বা তারেক প্রধান মন্ত্রী হলে সাধারন মানূষ ও দলীয় অধিকাংশ নেতা কর্মী'দের কিছু আসে যায় না। সাধারন মানুষের কাছে দেশ কে চালাচ্ছে, তার চেয়ে কেমন চালাচ্ছে, সেটাই অনেক বেশী ইম্পরট্যান্ট। বরং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সাধারন মানূষ ও দলীয় অধিকাংশ নেতা কর্মী'র ধারনা এই যে, রাজনৈতিক উত্তারাধিকার'ই দল কে ঐক্যবদ্ধ রাখার এক মাত্র গ্যারান্টি।

উত্তারাধিকারীদের দ্বায়বদ্ধতাঃ যে কোন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের মত ই, প্রয়াত নেতা'র 'গুড উইল' ই রাজনৈতিক উত্তারাধিকারীদের প্রধান সম্পদ। তাই সাধারন মানূষ ও দলীয় অধিকাংশ নেতা কর্মী'রা তাদের অন্ধ ও নিঃশর্ত সমর্থনের বিনিময়ে রাজনৈতিক উত্তারাধিকারীদের কাছে প্রয়াত নেতা'র 'সততা ও দেশপ্রেম' মত গুনাগুন (কোয়ালিটি) আশা করেন। কোয়ালিটি না থাকলে 'গুড উইল' যেমন নষ্ট হয়ে যায় বা বেশী দিন টিকে না রাজনৈতিক উত্তারাধিকারীদের ক্ষেত্রেও এক ই নিয়ম প্রযোজ্য। শেরে বাংলা ফজলুল হক বা মাওলানা ভাসানীর ছেলেরাই এর জ্বলন্ত প্রমান।

তাহলে উপায়! আপাত দৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, প্রধান দুই দলে রাজনৈতিক পরিবার থেকে রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এ রূপান্তর শুধু মাত্র সময়ের ব্যাপার এবং এটাই চরম বাস্তবতা! যে কোন ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের মতই, রাজনৈতিক উত্তারাধিকারীদেরও সাধারন সমর্থক ও দলীয় নেতা কর্মী'দের কাছে দায়বদ্ধতা আছে, যোগ্যতা ও সততা প্রমানের। তাই আমরা দেখতে পাই, এমনকি ব্রিটিশ রাজ পরিবারের সদস্যরাও তাদের যোগ্যতা ও দেশপ্রেম প্রমান করার চেস্টা করে, সামরিক ও অনান্য শিক্ষা গ্রহনের মাধ্যমে নিজেদের প্রস্তুত করে। যেমন, রাজ পরবারের সদস্যরা 'ফকল্যান্ড ওয়ার' কিংবা 'আফগানিস্তান'এর মত বিপদজনক মিশন এ অংশগ্রহন করেছিলেন বা এখনো করেন।

অন্য সব দেশে, রাজনৈতিক উত্তারাধিকারীদের কোন খবরই দেশের মানুষের অজানা থাকে না বা রাজনৈতিক উত্তারাধিকারীরা সাধারন মানুষের অগোচরে থাকেন না। যেমন প্রিন্স চার্লস বা রাহুল গান্ধী আজ় কোথায় এবং কি করছে, তা আপনি চাইলেই জানতে পারবেন। কিন্তু দেশের জন্য দুঃখের বিষয় হচ্ছে, শেখ রেহানা, জয়, তারেক বা কোকো, কোথায় আছে বা কি করছে, তা আমাদের দেশের মানুষের কাছে এক রকম অজানাই। দেশের ভবিষ্যত সম্ভাব্য যাদের হাতে, দেশের স্বার্থেই, তাদের সকল অতীত ও বর্তমান, জানার অধিকার দেশবাসীর আছে।

সবকিছুর ই যেমন শেষ আছে, রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর ও তেমন শেষ আছে। এর জন্য প্রয়োজন, বংগবন্ধু বা তাজউদ্দিন আহমেদের মত ব্যাক্তিত্ব ও নেতৃত্বের। যতদিন তেমন নেতৃত্ব না আসে, ততদিন নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাজনৈতিক উত্তারাধিকার এর কোন শেষ দেখতে পাচ্ছি না। তাই, এই মূহুর্তে, রাজনৈতিক উত্তারাধিকারীরা সৎ ও যোগ্য হবে, এটা কামনা করা ব্যাতীত, জাতির আর করার কিছুই নেই।

পাদটিকাঃ এরশাদ এর ব্যাপারটা অবশ্য ভিন্ন। সৌদি রাজাদের মত রাজকীয় ব্যাপার স্যাপার! ক্ষমতায় থাকার সময়, আগে এবং পরে। 'ভাই ই হবে আমার উত্তারাধিকারী'। ঠিক সৌদিদের আদলে সাক্সেশন প্লান! বউ, ছেলেদের জড়াতে চান না আর। জড়ালে কাবিন, ডি এন এ টেস্ট কতো কিছুর দরকার হতে পারে! কেচো খুড়তে সাপ বেড়িয়ে যেতে পারে, 'টাইগার উডস' এর মতো। কি দরকার এত্ত ঝামেলার। ঢেড় হয়েছে!

নাজমুল আহসান শেখ, প্রকৌশলী, রাজনৈতিক বিশ্লেষক ফেব্রুয়ারী ২০১০, সিডনী
Victory1971@gmail.com